চিত্রপালী পরিচালিত !

অভিষেক

6-9-57

ম্যাপস্ এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য

অ ভি ষে ক

কাহিনী : অনন্ত চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত পরিচালনা : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

সংলাপ : হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা : চিত্রপালী

চিত্রগ্রহণ : শচীন দাশগুপ্ত
শব্দ যোজনা : পরিতোষ বসু
গীত রচনা : চারু মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
রাসায়নাগরিক : জগবন্ধু বসু
পরিচ্ছদ : ডি, ব্রাদার্স

শিল্প নির্দ্দেশ : অনিল পাল
ব্যবস্থাপনা : হারু মজুমদার
শ্রীপদ রায়, শিশির বক্সী
স্থির চিত্র : সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
আবহ সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
প্রচার : ধীরেন মল্লিক

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও সন্ধ্যা মুখার্জী।

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়
ও সুনিল কুমার দাশ
চিত্রগ্রহণে : দেবেন ও মিণ্টু দাশগুপ্ত

শব্দগ্রহণ : খগেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : অমরেশ তালুকদার
রূপসজ্জায় : সুরেশ রায় ও
সন্তোষ নাথ

চরিত্র চিত্রণে

ছবি বিশ্বাস, দীপক মুখার্জ্জী নীতীশ মুখার্জী, প্রবীরকুমার, অনিল, নবকুমার, অতনু, মিহির ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, প্রীতি মজুমদার, মিঃ বোস, সুনীত, প্রেমতোষ রায়, প্রিন্স, সনৎ, প্রভাত, নন্দ বল, বিকাশ মিত্র, চন্দ্রাবতী, সরযূবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দেবযানী, পদ্মা দেবী, অপর্ণা, মায়া, চিত্রা, আশা, কল্পনা ব্যানার্জী প্রভৃতি।

অভিষেক

শান্তিময় অযোধ্যা। মহারাজ দশরথ কল্যাণ হস্তে প্রজা পালন করেন। রাণী কৌশল্যা দেবসেবায় রত। সুমিত্রা স্বজন সেবায় রত। মহারাণী কৈকেয়ী সম্রাজ্ঞীর মর্য্যাদায় মহারাজের পাশে পাশে থেকে রাজকার্য্য পরিচালনায় মহারাজকে উৎসাহিত করেন। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই বিবাহিত পিতা মাতার স্নেহছায়ায় পরম আনন্দে কালাতিপাত করছিলেন। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র সর্বজনপ্রিয় ও প্রজাদের প্রাণস্বরূপ।

মহারাজ বানপ্রস্থের সীমায় উপনীত। কর্ম্মক্লান্ত মহারাজকে রাণী কৈকেয়ী অনুরোধ জানালেন কুমার রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণের জন্য। রামচন্দ্র কৌশল্যার গর্ভজাত সন্তান হলেও, কৈকেয়ীর সমধিক প্রিয়, কৈকেয়ীর ক্রোড়েই আশৈশব প্রতিপালিত।—মহারাজ সম্মত হলেন। অভিষেকের দিন স্থির করা হলো। রাজঅন্তঃপুর ও অমাত্যবর্গ এবং প্রজাগণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আনন্দিত হলেন না শুধু কৈকেয়ী সহোদর যুধাজিৎ ও দাসী মন্থরা। রাজগুরু বশিষ্ঠের অনুজ্ঞায় অভিষেকের দিন স্থিরীকৃত হলো। মন্থরা সে সংবাদ কৈকেয়ীকে জানালেন। কৈকেয়ী পরমানন্দে স্বর্ণহার উপহার দিলেন মন্থরাকে।

মন্থরা সে হার ফেলে দিয়ে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করলেন, সপত্নী পুত্রের অভিষেকে তাঁর সে আনন্দ মূঢ়তার পরিচয় মাত্র। কৈকেয়ী কিংকর্তব্য বিমূঢ়া হলেন।

যুধাজিৎ ও মন্থরার চক্রান্ত সুরু হলো। তাদের প্ররোচনায় কৈকেয়ী বাধ্য হলেন মহারাজ দশরথের কাছে প্রাপ্য দুটি বর প্রার্থনা করে নিতে। সেই দুটি বর দিতে মহারাজ প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন সম্বর যুদ্ধে আহত হওয়ার পর কৈকেয়ীর সেবায় যখন তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। সেই বর কৈকেয়ী চেয়ে বসলেন আজ, এক বরে ভরতের সিংহাসন লাভ, অন্য বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস। ভরত ও শত্রুঘ্ন তখন উপস্থিত ছিলেন না অযোধ্যায়। মাতামহ মহারাজ অশ্বপতির নিকট আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। অশ্বপতি এ সংবাদ পেয়েও গোপন করলেন তাঁদের কাছে।

রাজপুরীতে অকস্মাৎ ঘনিয়ে উঠলো ঘন অন্ধকার। নিরুপায় দশরথ বাধ্য হলেন সেই দুটি বর দিতে। সারা অযোধ্যায় উঠলো বেদনার্ত্ত গুঞ্জন।

অভিষেকের আয়োজন ব্যর্থ হলো। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন। সুরু হলো বনবাসের আয়োজন। সীতা হলেন শ্রীরামের অনুগামিনী। লক্ষ্মণ হলেন সঙ্গী। অশ্রুসিক্তনেত্রে উর্ম্মিলা দিলেন বিদায়। বেদনার্ত্ত হৃদয়ে বিদায় দিলেন কৌশল্যা সুমিত্রা। ক্ষোভে দুঃখে অসহায়তায় কৈকেয়ীর হৃদয় নিষ্পেষিত হতে লাগলো।

প্রজারা চঞ্চল হলো। শ্রীরাম সকলের কাছে নিলেন বিদায় মহারাজ পারলেন না এই বিচ্ছেদ সইতে। উন্মাদ হয়ে উঠলেন। পুত্রশোকে হাহাকার করতে লাগলেন। মনে হলো সিন্দুর মুনির অভিশাপের কথা।—প্রাণত্যাগ করলেন নিদারুণ মর্ম্মবেদনায়। চারি পুত্রের পিতা হয়েও পেলেন না তাঁদের হাতের জল। বিলম্বিত হলো অন্ত্যেষ্টি।

ভরত ও শত্রুঘ্ন ফিরে এলেন অযোধ্যায়। শোকাচ্ছন্ন রাজপুরী। বিষাদম্লান সারা অযোধ্যা। আনুপুর্বিক অবগত হয়ে ভরত উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। নিষ্ফল তিরস্কার। ব্যর্থ ক্ষোভ। নিরুপায় ভরত চললেন চিত্রকূটের পথে অগ্রজকে ফিরিয়ে আনতে।

বাধা বিঘ্ন অশান্তি।—দুর্গম পথ অতিক্রম করে মিলিত হলেন ভরত শ্রীরাম ও সীতার সঙ্গে। প্রণত হলেন শ্রীরামের চরণে।—ভিক্ষা চাইলেন, ক্ষমা করো অগ্রজ ফিরে চলো প্রভু অযোধ্যায়।

নিরুপায় রাম। সত্যাশ্রয়ী মহামানব পিতৃসত্য পালনে বদ্ধপরিকর।—আশীর্ব্বাদ করলেন ভরতকে।

ভরত ভিক্ষা চেয়ে নিলেন শ্রীরামের পাদুকা। ব্যর্থ মনস্কাম কুমার তীর্থযাত্রীর মত ফিরে এলেন অযোধ্যায় শ্রীরামের পাদুকা বহন করে।

তারপর—সামনের রূপালী পর্দায় দেখুন।

সঙ্গীত

(১)

সর্ব্ব দুঃখ হরা গ্রহ অধিশ্বর
রুদ্র মহাদ্যুতি জাগ্রত অনুভূতি
হে চির ভাস্বর।

ক্লেদ কালিমা নাশা নম দিবাকর
হে চির ভাস্বর॥

জয় জয় দশরথ তুমি মহামতি,
সূর্য্য কুলোদ্ভব অযোধ্যাপতি
প্রজামন রঞ্জন, সব দুখ ভঞ্জন
শনি বিজয়ী বীর তোমারে প্রণতি॥

সূর্য্যের মত তুমি চির উজ্জ্বল
তোমার তুলনা দেব জগতে বিরল।

চারিকুমার তব সুন্দর অভিনব,
চারি বেদের মত ছড়ায় জ্যোতি॥

প্রথম তনয় রাম অশেষ গুনধাম
রাম গুনধাম রাম
সর্ব্বজনের অতি প্রিয়তম নাম
যেমন শক্তিমান তেমনি সে ধীমান
রঘু কুল গৌরব ভাল সংহতি।

(২)

সাজাবো তোমায় রাণী ফুলে ফুলে—
দোলাবো গলে গজমতির মালা
আলোছায়ে যেমন দোলে
চম্পক বরণ স্বপন চারিণী
আঁখি দুটি কেন চকিতা হরিণী
উৎসব মুখরিত আজি এ রাতে
ক্ষণিক বিরহ যাওগো ভুলে
বাহুলতায় দিব মুকুতা কাঁকন।

চলিতে উঠিবে বাজি বীণার মতন
চন্দন টিপ দিব সিঁথি মূলে
কর্ণে দুলায়ে দিব মণি কুন্তল
করিবে দীপালোকে আলো ঝলমল
নিশীথের চাঁদ ভাবি তৃষিত চাতক
চাহে যেন দুটি আঁখি তুলে।

(৩)

আমার দুঃখের বীণায় উঠুক বাজি প্রভু
তোমার নাম
দুটি নয়ন যেন দিবস রাতি দেখে শুধুই রাম
দুঃখের বীণায় উঠুক বাজি প্রভু তোমার নাম
মোর হৃদয় খানি ফুলভারে যেন লতার মত
তব চরণ তলে লুটিয়ে পড়ুক হয়ে অবনত।
চির কালের অর্ঘ্য হয়ে না লয়ে বিরাম
দুঃখের বীণায় উঠুক বাজি প্রভু তোমার নাম
নয় যেন দিবস রাতি দেখে শুধুই রাম
প্রদীপ সম রাখবো জ্বালি তোমার স্মৃতিটিরে
আমি করবো পূজা দিবস নিশি ব্যথার আঁখি
নীড়ে
দূর হতে হায় দিয়ে যাবো শতেক প্রণাম—
প্রভু তোমার নাম
আমার দুঃখের বীণায় উঠুক বাজি প্রভু তোমার
নাম
নয়ন মনে দিবস রাতি দেখে শুধুই রাম।
কোথা রাম—কোথা রাম—কোথা রাম

(৪)

জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাঘব জয় জয় রাম
এস চির সুন্দর নয়নাভিরাম
জয় রাম, জয় রাম, জয় সীতারাম।
নমি নিরুপম জয় পুরুষোত্তম, হে নর নারায়ণ
তোমারে প্রণাম।
চির বিজয়ী বীর হে সুমহান পূর্ণজ্ঞান তুমি যেন
নির্ব্বাণ
সাম্যের আলো সুর, বেদনা কর দূর
বাজুক হৃদয়ে প্রাণে রাম রাম নাম।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবণ
সীতারাম।
ধ্যানের দেবতা মোর এস ফিরে
মুছে নাও ব্যাথিতার আঁখি নীরে
আর যে পারিনা আমি সহিতে গো দিন যামি
এই দুখ ব্যথা ভার শুধু অবিরাম কোথা রাম
কোথা রাম কোথা রাম
কোথা রাম কোথা রাম কেঁদে কেঁদে চলে যায়
সারা দিন যাম কোথা রাম কোথা রাম
কোথা রাম।
জয় জয় রাম, জয় জয় রাম, জয় জয় রাম।

গোল্ডমোহর ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স এর পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত

ম্যাপস্

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

বিদ্যা সুন্দর

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩